সংবাদ

তারিখ ..০৪ JUL...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম....

কিশোরগঞ্জে এসএসসির নম্বপত্রে ভুল

ভর্তি চলছে নম্বরপত্র ছাড়া প্রথম দফায় আসন অপূর্ণ

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

বোর্ড থেকে সরবরাহ করা এবারের এসএসসি'র নম্বরপত্রে ভয়াবহ ভুলে ভরা। পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে নম্বরপত্রের মারাত্মক অসঙ্গতির ফলে কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির কাজে এক ধরনের বিভ্রাট তৈরি হয়েছিল। তবে বোর্ডের নির্দেশনায় ইন্টারনেট থেকে নম্বরপত্র ডাউনলোড করে অথবা নম্বরপত্র ছাড়াই আপাতত ভর্তি কার্যক্র চালানো হচ্ছে। তবে ২ জুলাই পর্যন্ত ভর্তির প্রথম দফায় অনেক কলেজেই বেশ কিছু আসন খালি রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে স্কুলগুলোকে নির্দেশনা দেয় হয়েছে সংশোধনের স্বার্থে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে ত্রুটিপূর্ণ নম্বরপত্রগুলো জমা দিতে। বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসএসসির ফলাফলের সঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীরই নম্বপত্রের কোন মিল নেই। বোর্ড থেকে ঘোষিত ফলাফলে কেউ হয়ত জিপিএ-৫ পেয়েছে। কিন্তু বোর্ড থেকে পাঠানো নম্বরপত্রে দেখা যাচ্ছে ওই শিক্ষার্থী পেয়েছে ৫ পয়েন্টের নীচে। আবার কেউ হয়ত শুধু 'এ' পেয়েছে; তার নম্বরপত্রে এসেছে 'এ-প্লাস'। তাহলে কোনটি ঠিক। পূর্বে ঘোষিত ফল, নাকি নম্বরপত্র? এ নিয়ে কেবল শিক্ষার্থী নয়, বিভ্রান্তিতে পড়েছেন বিভিন্ন কলেজের কর্তৃপক্ষও। কারণ শিক্ষার্থীদের ঘোষিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এসএমএসের মাধ্যমে বোর্ড থেকে এবার নির্ধারণ করে দিয়েছে কে কোন কলেজে ভর্তি হবে। সেই মোতাবেক শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় দেখা যাচ্ছে তাদের ফলাফল এক রকম, আর নম্বরপত্র অন্যরকম। বিপাকে পড়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থীদের বোর্ডে গিয়ে তাদের নম্বরপত্র সংশোধন করে আনতে বাড়তি ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। বাড়তি টাকা খরচের বিষয় তো আছেই। শেষ পর্যন্ত বোর্ড থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ইন্টারনেট থেকে নম্বরপত্র ডাউনলোড করে অথবা আপাতত নম্বরপত্র ছাড়াই ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য।

শহরের সরকারি এসভি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শাহনাজ কবীর, সরকারি বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম আব্দুল্লাহসহ অনেকেই জানান, গত ৩০ মে প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে বোর্ড থেকে প্রেরিত অনেকেরই নম্বরপত্রের কোন মিল নেই। তবে বোর্ড থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যেন ত্রুটিপূর্ণ নম্বরপত্রগুলো নিয়ে বোর্ডে জমা দিয়ে সেগুলি সংশোধন করে আনা হয়।

জেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও হোসেনপুরের গোবিন্দপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফাজুর রহমান খানও বলেন, জেলার প্রায় সব স্কুলেই নম্বরপত্রে মারাত্মক ভুল এসেছে। তিনি কয়েকদিন আগে বোর্ডে গিয়েছিলেন তার স্কুলের নম্বরপত্রগুলো আনার জন্য। কিন্তু ভুল থাকায় সেগুলি দেয়নি। কয়েক দিন বিলম্ব হবে বলে বোর্ড থেকে জানানো হয়েছে। জেলার অনেক স্কুলে নম্বরপত্র এসেছে। সেগুলিতে ভুল থাকায় আবার বোর্ডে ফেরত দেয়া হচ্ছে সংশোধন করার জন্য।

সরাকরি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী জানান, নম্বরপত্রের ভুলের কারণে প্রথমদিকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। পরে বোর্ড থেকে বলা হয়েছে আপাতত ইন্টারনেট থেকে নম্বরপত্র ডাউনলোড করে ভর্তির কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য। পরবর্তীতে বোর্ড থেকে নির্ভুল নম্বরপত্র সরবরাহ করা হবে।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রথম দফায় ভর্তির সর্বশেষ সময়সীমা ছিল। কিশোরগঞ্জ পৌর মহিলা কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মানবিক শাখায় একাদশ শ্রেণীতে আসন রয়েছে ৪০০টি। কিন্তু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে ২৮৫ জন। আর ব্যবসায় শিক্ষায় আসন রয়েছে ৩৫০টি। কিন্তু এবার ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষার্থী কম থাকায় বোর্ড থেকে পৌর মহিলা কলেজে ৬৬ জন ভর্তির কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবে ব্যবসায় শিক্ষায় ৬৪ জন ভর্তি হয়েছে। বিজ্ঞান শাখায় পৌর মহিলা কলেজে আসন রয়েছে ৫০টি। ভর্তি হয়েছে ৩৯ জন। তবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েও যারা বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভর্তি হয়নি, তাদের জন্য বিলম্ব মাশুল দিয়ে শুক্র ও শনিবারও ভর্তির সুযোগ রাখা হয়।

ঢাকা বোর্ডের ভর্তি প্রক্রিয়ার বিবরণে দেখা গেছে, প্রথম মেধা তালিকা শেষ হওয়ার পর যেসব শিক্ষার্থী মাইগ্রেশনের আবেদন করেছে এবং যারা এখনো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত হয়নি, তাদের জন্য খালি আসনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে ৬ জুলাই।